Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা সুলতানা মীম

রোলঃ ২১৫০০৮৬১

১৯ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা সুলতানা মীম

রোলঃ ২১৫০০৮৬১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমিনা সুলতানা মীম, আইডিঃ ২১৫০০৮৬১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি মুজিবুল ইসলাম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Amina Sultana Mim

(স্বাক্ষর)

আমিনা সুলতানা মীম

আইডিঃ ২১৫০০৮৬১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরন	পৃষ্ঠা
১	সূচিপত্র	১
২	লেখকের কলাম	২
৩	ভূমিকা	৩
৪	তাক্বওয়া কি?	৪-৫
৫	কুরআন, হাদীস ও আলেমগণের দৃষ্টিতে তাক্বওয়া	৬-১০
৬	তাক্বওয়ার মৌলিক বিষয়	১১
৭	তাক্বওয়ার স্তর	১২-১৪
৮	তাক্বওয়ার বৈশিষ্ট্য	১৫
৯	তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির নিদর্শন	১৬-১৭
১০	মুত্তাকী কারা? মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলি	১৮-২১
১১	তাক্বওয়া অর্জনের গুরুত্ব	২২-২৩
১২	তাক্বওয়ার উপকারিতা	২৪-২৭
১৩	তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী	২৮
১৪	তাক্বওয়া বিরোধী কর্মকান্ড	২৯
১৫	তাক্বওয়ার বাস্তব চিত্র	৩০
১৬	তাক্বওয়ার পরিমাপক	৩১
১৭	রমাদান ও তাক্বওয়া	৩২
১৮	হিদায়াত ও তাক্বওয়া	৩৩-৩৪
১৯	তাক্বওয়া শূণ্য হৃদয়	৩৫
২০	মানবজীবনে তাক্বওয়ার প্রভাব	৩৬
২১	তাক্বওয়া অর্জনের উপায়	৩৭-৩৮
২২	তাক্বওয়া অর্জনের দুয়া	৩৯
২৩	শেষ কথা	৪০
২৪	রেফারেন্স/তথ্যসূত্র	৪১

লেখকের কলাম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি কোনো আবেদন ছাড়াই আমাকে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন।আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।আর তাঁরই কাছে আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ এবং মন্দ কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের উপর।
আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের, যিনি **"তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি"** থিসিসের কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। আল্লাহ তা'আলা যেন আমার অনুসন্ধান, মেহনত এবং পরিশ্রম কবুল করে নেন,সাথে আমার মতো গুনাহগার বান্দীকেও। এই থিসিস পেপার যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। সর্বপ্রথম থিসিস পেপারের মাধ্যমে যেন আমি নিজে আমল করতে পারি এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারি সেজন্য দোয়া করবেন।
আল্লাহ্ আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ভূমিকা

তাকওয়া মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। কুরআন মাজীদে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল।"

(সূরা আহযাব:৭০)

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তাকওয়া। তাকওয়া এমন একটি গুণ যা আল্লাহর অনেক পছন্দ। আখিরাতের সবচেয়ে বড় পাথেয় তাকওয়া। যে দুনিয়াতে যত বেশি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে তার আখিরাত তত বেশি সুন্দর হবে। তাকওয়া এমন একটি অনুভূতি যা দুনিয়া আখিরাত উভয়কেই সুন্দর করে দিবে। যে ব্যক্তি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে তাকওয়া তাকে নির্দেশ করবে এই পথে যাও, এটা করো, হারামের পথে যেও না। তাকওয়া মানুষকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় কথা ও কাজ হতে বিরত রাখতে পারে এবং তাকওয়া মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।

তাকওয়ার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে অনেক বেশি এজন্য কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাকওয়া। কুরআন ও হাদিস তাকওয়ার উত্তম উদাহরণ প্রদান করে।তাকওয়া অবলম্বনের উপকারিতা অসীম। দুনিয়ায় মানুষকে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে এবং আখিরাতে চিরন্তন জান্নাতের পথে চলতে সাহায্য করে।

সুতরাং যে বিষয়টি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে সেই তাকওয়া মূলত কী?

তাকওয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন তাকওয়া, মুত্তাকী, তাকওয়ার গুরুত্ব, উপকারিতা, তাকওয়ার স্তর, তাকওয়া অর্জনের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই থিসিস পেপারে।

তাক্বওয়া কি?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ-

'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' (আর-রহমান ৪৬)।

তাক্বওয়া মুমিনের একমাত্র সম্বল। যা মানুষকে সম্মানিত করে। তাক্বওয়াশীলদেরকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন।

"আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর।আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে জ্ঞানী মানুষ! তোমরা আমাকে ভয় কর।" (সূরা বাকারা:১৯৭)

কুরআনে আল্লাহ্ যে সর্বোত্তম পাথেয় সংগ্রহ করতে বলেছেন সেই তাকওয়া কি? তাকওয়া শব্দটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

তাকওয়া শব্দটি ওয়াকা (আরবি: وقى) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ আত্মরক্ষা, সংরক্ষণ, সুরক্ষা, ঢাল ইত্যাদি। আরবি তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাকওয়া।

সহজ অর্থে তাকওয়া হলো যাবতীয় হারাম কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

ব্যবহারিক অর্থে দ্বীনদারি, ধার্মিকতা, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি , আল্লাহ ও সত্যের প্রতি সচেতন এবং পরিজ্ঞাত হওয়া, "ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বোঝায়।

ইসলামি পরিভাষায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাকওয়া।অন্যকথায় সকল প্রকার হারাম

থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ,

একবার উমর (রা.) উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তাকওয়া কী? উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো পথে হেঁটেছেন? উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, (কাঁটা বিছানো পথে) আপনি কিভাবে হেঁটেছেন? উমর (রা.) বলেন, খুব সাবধানে কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি, যাতে আমার শরীরে কাঁটা বিঁধে না যায়। উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া।(তাফসির ইবনে কাসির)

অর্থাৎ দুনিয়ার পথে চলতে গিয়ে শয়তানের বিভিন্ন ফাঁদ (লোভ,হিংসা,অহংকার) আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাইবে কিন্তু এগুলোকে এড়িয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম এর পথে চলার প্রচেষ্টাই হল তাকওয়া।

আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা হলো তাকওয়া। তাকওয়া হলো অন্তরের একটি সুপ্ত চিন্তা যা বান্দাকে এই উপলব্ধি দেয় যে এই কাজটা করলে রব খুশি হবে নাকি অসন্তুষ্ট হবে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন।

সুতরাং তাকওয়ার মূল অর্থ

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা

২. সকল ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকা,যেকোন প্রকার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পেতুষ্টি এবং শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি।

কুরআন, হাদীস ও আলেমগণের দৃষ্টিতে তাক্বওয়া

কুরআনের আলোকে তাকওয়া

কুরআনে তাকওয়ার যে অর্থ পাওয়া যায় তা হলো-

১.আল্লাহর ভয়

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ধোকা দিতে না পারে এবং মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় ফেলতে না পারে। (সূরা লুকমান:৩৩)

২.ঈমান

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা,অজ্ঞতার যুগের অহমিকা,তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। (সূরা ফাতহ:২৬)

কালেমায়ে-তাকওয়া বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কালেমাই তাকওয়ার ভিত্তি।

৩.আল্লাহর আনুগত্য

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।(সূরা ইমরান:১০২)

৪.গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।(সূরা নূর:৫২)

কুরআনে কারীমের প্রায় ২৭ স্থানে মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। কিছু সুসংবাদের আয়াত এখানে উল্লেখ করা হল-

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। -সূরা নাহল (১৬) : ১২৮

২. গুনাহ মাফ এবং বিরাট আজরের সুসংবাদ : যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট আজর দান করেন। -সূরা ত্বলাক (৬৫) : ৫

৩. মাগফিরাতের সুসংবাদ : তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। -সূরা আনফাল (৮) : ৬৯

৪. সকল কাজ সহজ হওয়ার সুসংবাদ : যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার সব বিষয় সহজ করে দেন। -সূরা ত্বলাক (৬৫) : ৪

৫. সফলতার সুসংবাদ : নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। -সূরা নাবা (৭৮) : ৩১

৬. প্রশস্ত রিযিকের সুসংবাদ : এবং তাকে রিযিক দান করেন অকল্পনীয়ভাবে। -সূরা ত্বালাক (৬৫) :৩

৭. সম্মান-মর্যাদার সুসংবাদ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে মুত্তাকীগণ। -সূরা হুজুরত (৪৯) : ১৩

৮. আল্লাহর মহব্বতের সুসংবাদ : নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন। -সূরা তাওবা (৯) : ৪

৯. কবূলিয়্যাতের সুসংবাদ :নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকে কবুল করেন। -সূরা মায়েদা (৫):২৭

১০. শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ : যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (কাফেরদের) উপরে থাকবে। -সূরা বাকারা (২) : ২১২

১১. শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত থাকার সুসংবাদ: যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎ থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনো দুঃখিত হবে না। -সূরা আরাফ (৮) : ৩৫

১২. জান্নাতে বিভিন্ন নিআমতের এবং আল্লাহর দীদার লাভের সুসংবাদ : যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে। সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে। -সূরা ক্বমার (৫৪) : ৫৪-৫৫

হাদীসের আলোকে তাক্বওয়া

হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্টই। এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা হল, 'মুশতাবিহাত' বা সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে)। অনেক মানুষ এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে না। সুতরাং যে শুবুহাত (সন্দেহপূর্ণ বিষয়) এড়িয়ে চলবে, সে তার দ্বীন ও সম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকবে। আর যে ওই শুবুহাত তথা সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামে নিপতিত হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৯

সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল তাকওয়ার জীবন। হারাম জিনিস থেকে সতর্ক থাকার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে তাঁদের জীবনে। আবু বকর রা.-এর ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। আয়েশা রা. বলেন-

আবু বকর রা.-এর একজন গোলাম ছিল। সে তার উপার্জনের একটি অংশ আবু বকর রা.-কে দিত। আবু বকর রা. তা খেতেন। একদিন সে কিছু (খাবার) নিয়ে এল। আবু বকর রা. তা থেকে কিছু খেলেন। তখন সে বলল, আপনার কি জানা আছে, এই খাবার আমি কীভাবে লাভ করেছি? আবু বকর রা. জানতে চাইলে সে বলল, জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। (অর্থাৎ গণকের মত ভবিষ্যতের বিষয় বলেছিলাম।) আমি তো গণকের কাজ পারি না; (তার কাছে গণক সেজেছিলাম) তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে দেখা হলে সে তার বিনিময়ে এ খাবার দিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে আবু বকর রা. তার গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং যা খেয়েছিলেন বমি করে সব বের করে দিলেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৩৮৬

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি জানো কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান'।(তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু'।(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান’।(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৮৩)

আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকওয়া

তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ, দূর এবং নিকট অতীতের সালাফে সালেহীন সকলেই ছিলেন মুত্তাকী, হারাম থেকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনকারী। তাঁদের জীবনের সবটুকুই ছিল তাকওয়ায় ভরপুর। তাঁদের তাকওয়ার এমন এত অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলোর উপর স্বতন্ত্র কিতাবও রচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর ‘কিতাবুল ওয়ারা’।

ইমাম নববী রাহ. তাঁর ‘তাহযীবুল আসমা’ কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের বড় শায়েখ, ‘আলমুহাযযাব ফিল মাযহাব’ কিতাবের লেখক ইমাম আবু ইসহাক আশশীরাযী রাহ. ছিলেন খুবই দরিদ্র। কিন্তু সততা এবং তাকওয়ায় পাহাড়-কঠিন। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন কিছু খেতে। বের হওয়ার সময় ভুলে এক দীনার ফেলে আসলেন। কিছুদূর গিয়ে তার মনে পড়ল, তিনি মসজিদে এক দীনার ফেলে এসেছেন। তখন তিনি আবার মসজিদে গেলেন এবং তার দীনারটি পেয়েও গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁর হালত পাল্টে গেল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কতজনের দীনারই তো এখানে পড়ে থাকতে পারে। এটা যদি আমার না হয়!

এটা তারই ফেলে যাওয়া দীনার- এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু যদি না হয়! হারামের এ সামান্য সন্দেহে তা আর নিলেন না। কারণ, হারাম পেটে যাবে, এটা তো মানা যায় না। তাই দীনারটি তিনি স্পর্শ করলেন না। ফিরে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন সতর্কতা। অথচ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, একটি দীনার ছিল তাঁর জন্য অনেক বড় কিছু। (দ্র. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ২/১৭৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,
আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করার নাম তাকওয়া।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

তাকওয়ার হাকিকত ও প্রকৃতি হলো, ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় নিজেকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সঁপে দিয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা। সুতরাং (আমাদের কর্তব্য হলো) আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেটা আল্লাহরই পক্ষ থেকে ঈমান রেখে তা পালন করা এবং এর জন্য তিনি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটারও সত্যায়ন করা। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটাও তাঁরই পক্ষ থেকে ঈমান রেখে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে সে কাজ থেকে বিরত থাকা।

ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেন,

ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা উভয়টির একত্রিত নামই তাকওয়া।

ইবনে রজব রহ.বলেন,

তাকওয়া মানে আনুগত্য শীল কর্মের মাধ্যমে এবং নাফরমানি মূলক বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা।

তাকওয়ার এত বড় বড় আজর ও পুরস্কার এবং মহামনীষীগণের তাকওয়ার প্রতি এত ইহতিমাম দেখে আমরাও উদ্বুদ্ধ হই তাকওয়া অবলম্বন করতে, মুত্তাকী হতে। তাহলে আমাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। হারাম থেকে এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

তাক্বওয়ার মৌলিক বিষয়

তাকওয়ার মৌলিক বিষয় হচ্ছে তিনটি।

১.শিরক হতে বিরত থাকার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাস্তি হতে আত্নরক্ষা করা।

২.গুনাহ থেকে দূরে থাকা।

৩.এমন কাজ থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়।

তাকওয়ার মূল বিষয় সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

- আল্লাহর দেয়া আদেশ-নিষেধ মাথা পেতে নিয়ে পরিপূর্ণ ঈমান ও আশার সাথে আনুগত্য করা।
- তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে আমল করা
- তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে স্বীকার করা
- তাঁর সতর্কতা ও শাস্তির ভয়ে নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ হতে বিরত থাকা।

তাক্বওয়ার স্তর

তাকওয়া অর্জন হয়েছে কিনা বা তাকওয়া কোন স্তরে রয়েছে তা নির্ধারণ এর তিনটি ধাপ রয়েছে।

প্রথম স্তর: ফরজ এবং আবশ্যক ওয়াজিব পালন করা এবং হারাম কাজসমূহ ত্যাগ করা।

দ্বিতীয় স্তর: ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালন করা এবং হারাম এবং মাকরুহ ত্যাগ করা।

তৃতীয় স্তর: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং মুস্তাহাব পালন করা এবং গুনাহ হতে পারে এমন সন্দেহজনক কাজও এড়িয়ে চলা।

প্রথম স্তর হলো তাকওয়ার ন্যূনতম পর্যায় এবং তৃতীয় স্তর হলো তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। একজন মুমিনের উচিত তাকওয়ার নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করলে সর্বোচ্চ স্তরে যাওয়ার চেষ্টা করা। আর যে সবোর্চ্চ স্তরে রয়েছে তা ধরে রাখার চেষ্টা করা এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এদুয়ের মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক জিনিস। অধিকাংশ লোকেরা অবগত নয় যে এগুলো হালাল নাকি হারাম। কাজেই যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকল, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে হিফাযত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল, সে হারামের মধ্যে ফেঁসে গেল।'

(তিরমিযী-১২০৫)

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান তথা ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী।" (সূরা আনফাল:২৯)

এই আয়াতে আল্লাহ্ চারটি জিনিসের কথা বলেছেন-

- পরহেযগার হতে বলেছেন
- বিনিময়ে আল্লাহ মানদন্ড দিবেন
- পাপ মিটিয়ে দিবেন
- ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহভীতি বা তাকওয়া মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। তাকওয়ার লেভেল বৃদ্ধি করতে সবসময় ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। গুনাহের কাজ করে ফেললে সাথে সাথে নেকির কাজ বেশি করে করতে হবে। শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে থেকে তাকওয়ার লেভেল বৃদ্ধি করতে সবোর্চ্চ চেষ্টা করে যেতে হবে।

এক নজরে তাকওয়ার স্তরসমূহ:

তাকওয়ার স্তর	**বিবরন**
স্তর ১	হারাম+কবিরা গুনাহ ত্যাগ (ফরজ ও ওয়াজিব পালন)
স্তর ২	সগিরা+কবিরা গুনাহ ত্যাগ (ফরজ,ওয়াজিব ও সুন্নাত পালন)
স্তর ৩	সগিরা+কবিরা+অনুত্তম/ সন্দেহজনক কাজ ত্যাগ করা (ফরজ,ওয়াজিব ও সুন্নাত পালন)

ইমাম গায্যালী (রঃ) গুণগত ও মানগত দিক দিয়ে তাক্বওয়াকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ-

ক। শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত হারাম থেকে বিরত থাকা। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে“مؤمن মু’মিন’ বলে।

খ। সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে ‘ صلحاء সুলাহা’ বলা হয়।

গ। আল্লাহর ভয়ে অপ্রয়োজনীয় হালাল বস্তু বর্জন করা। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে ‘ اتقياء আতক্বিয়া’ বলা হয়।

ঘ। যে সকল হালাল বস্তু আল্লাহর ইবাদতে সহায়তা করে না তা বর্জন করা। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে ‘ صديقين সিদ্দীক্বীন’ বলা হয়।

আল্লাহ ভীতির সর্বোচ্চ স্তর হল না-জায়েয কাজে জড়িয়ে পরার ভয়ে কোন কোন জায়েয কাজও পরিত্যাগ করা। কেননা, যা কিছু স্পষ্ট পাপ, তা তো সকলেই বর্জন করবে এবং যা কিছু স্পষ্ট সওয়াব তাও তো সকলেই আমল করবে কিন্ত যা কিছু সন্দেহপূর্ণ সেখানেই তো প্রকৃত ঈমানের পরীক্ষা।

তাক্বওয়ার বৈশিষ্ট্য

তাক্বওয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছয়টি। যথাঃ-

ক। تفتيش الحق "তাফতীশুল হাক্ব" তথা সত্যের অনুসন্ধান। সত্য উপলব্ধি ও প্রকৃত সত্য প্রাপ্তির জন্য চিন্তা গবেষণা করা।

খ। قبول الحق "সত্য গ্রহণ।" প্রকৃত সত্য সন্ধানের পর সত্যের উপলব্ধি ও সত্য প্রাপ্তির সাথে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে সত্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করা।

গ। استقامة علي الحق "আপোষহীনভাবে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকা।" নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে সত্যকে গ্রহণ করে তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। লোভ-লালসা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ অথবা অত্যাচার নির্যাতনের কারণে সত্যকে পরিহার না করা।

ঘ। خوف الهي "আল্লাহভীতি।" আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে প্রতিমুহুর্তে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্ধুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহকে ভয় করা।

ঙ। احساس الذمة "দায়িত্ব সচেতনতা।" আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন ও সতর্ক থাকা।

চ। اداء الفرائض "কর্তব্য পালন।" আল্লাহ প্রদত্ত কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির নিদর্শন

মানুষ তার মানবিক দুর্বলতার কারণে দুনিয়াতে অনেক কিছুকেই ভয় করে থাকে। যেমন মানুষ পুলিশকে ভয় করে, সাপ, বাঘ-ভাল্লুক, শক্র“কে ভয় করে, ছাত্ররা উস্তাদকে ভয় করে, স্ত্রী স্বামীকে ভয় করে, সন্তানেরা পিতা-মাতাকে ভয় করে, মুরীদ স্বীয় পীরকে ভয় করে, চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসকে ভয় করে, অফিসের বড় কর্তাকে ভয় করে আবার আল্লাহকেও ভয় করে। কিন্তু সকল ভয় কি একই প্রকারের? আসলে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থেকে এবং রহমতের আশা রেখে তাঁর নির্দেশ সমূহ পালন করতঃ তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্মান-মর্যাদায় যে মানের সত্তা তাঁকে সেই মানের ভয় করাই হল আল্লাভীতির স্বরূপ। কুরআনে রয়েছে,

“ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিত।’’
-সূরা আলেইমরানঃ ১০২

তাকওয়া বা আল্লাহভীতির কিছু বাহ্যিক নিদর্শন রয়েছে। যেমন:

১.ভাষার প্রকাশ:
তাকওয়াবান তার কথাবার্তায় সতর্ক থাকেন।কেননা তাকওয়া মানুষকে মিথ্যা কথা, গীবত বা দোষচর্চা, অপবাদ, চোগলখুরী এবং অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকর, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনী জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত রাখে।

২.অন্তরের কাজ:
তাকওয়াশীল মানুষ অন্তরের কর্মকাণ্ডকে ভয় করে। ফলে তার হৃদয় থেকে শত্রুতা, ক্রোধ ও অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

৩.গোপনে ও প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড:
তাকওয়াশীল ব্যক্তি গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে তার সকল কর্মকান্ডে।

৪.চোখের কাজ:
তাকওয়াশীল মানুষ স্বীয় দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে তার চোখকে হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

৫.পায়ের কাজ:
তাকওয়াশীল মানুষ স্বীয় পা'কে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কাজের দিকে নিয়ে যেতে ভয় করে। বরং সে নেকীর কাজের দিকে স্বীয় পা'কে চালিত করতে সচেষ্ট হয়।

৬.হাতের কাজ:
তাকওয়াশীল ব্যক্তি হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি স্বীয় হস্তদ্বয়কে কখনও প্রসারিত করে না বরং নেকীর কাজের প্রতিই সে তার হাতকে প্রসারিত করে।

৭.আল্লাহর নির্দেশ পালন:
তাকওয়াশীল মানুষ সর্বদা আল্লাহর আদেশ-আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদত করে ও তাঁর আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ সম্পাদন করে।

মুত্তাকী কারা?

তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়। অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে এবং যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করেন তারাই মুত্তাকী।

"নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।"

(সূরা তাওবা:৪)

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন,

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন। মুত্তাকী হলেন তিনি,যিনি আল্লাহর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

মুত্তাকী শব্দের মূল ধাতু তাকওয়া। তাকওয়া হলো, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা বিধান করা। 'তাকওয়া' শব্দ থেকে 'মুত্তাকি'র উৎপত্তি। হজরত কাতাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'মুত্তাকি তারাই, যাদের কথা আল্লাহ আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেছেন।'

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং যে রিজিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাজিল করা হয়েছে এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাজিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে আর আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে।' (সুরা বাকারা : আয়াত ৩-৪)

অন্য ভাষায়, মুত্তাকী অর্থ নিজেকে রক্ষা করা। নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য যিনি গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং নেকীর কাজ করে তিনিই মুত্তাকী।

আল্লামা মুবারকপুরি রহ. মুত্তাকির পরিচয় দিয়ে বলেন,

"ক্ষতি নেই এমন বস্তুকে যিনি ক্ষতির আশঙ্কায় ছেড়ে দেন তিনিই হলেন মুত্তাকি।"

(তুহফাতুল আহওয়াযি, ৬/২০১)

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

মুত্তাকীদের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো :

১.সবসময় মনের ভেতর আল্লাহ তায়ালার ভয় রাখেন।

মুত্তাকী হলেন আল্লাহ পাকের ঐসকল বান্দা, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে এবং যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। আল্লাহকে স্মরণ করার এক পর্যায় হল, গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।'-সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

২. কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

৩. সবসময় সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে করার ও বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

৪. কোন মন্দ কাজে জরিয়ে পরলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে আনুশোচনাগ্রস্থ হন।

যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করে তখন আল্লাহ কত খুশি হন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

কোনো ব্যক্তি কোনো মরুভূমিতে সফর করছে। যে উটে সফর করছে তাতেই তার পাথেয় ও সামানা। কোথাও হয়ত যাত্রা বিরতির জন্য একটু নেমেছে। এদিকে সুযোগ পেয়ে উটটি পালিয়ে গেল। এখন এই ধূ ধূ মরুভূমিতে মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই প্রান্তর পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, আর পানি ও পাথেয় ছাড়া বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। অতএব মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এক গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখে, তার সেই উট সব পাথেয়সহ তার সামনে উপস্থিত। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে বলে ফেলেছে اللهم أنا عبدي وأنت ربك (হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা,তুমি আমার রব) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ বান্দা ঐ মুহূর্তে তার উট ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, আল্লাহ পাক তার ফিরে আসা বান্দার প্রতি তারচেয়েও বেশি খুশি হন। - [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৪৬]

৫. তারা জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের আশা রাখেন।

পবিত্র কুরআনে তাকওয়ার বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়,যে বান্দার মধ্যে এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য থাকবে তিনিই মুত্তাকী।

- যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে
- ঈমান আনয়ন করবে
- পরিপূর্ণ তাওবা করবে
- আল্লাহর আনুগত্য করবে
- গুনাহ ত্যাগ করবে এবং
- যার আমলে ইখলাস আসবে।

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন।"(সূরা হুজুরাত:১৩) আল্লাহ তায়ালার নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যাধিক। ধন-সম্পদ,শক্তি-ক্ষমতা,গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না, বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি মর্যাদাবান।

মুত্তাকীদের গুনাবলী

কুরআনে কারীমের একেবারে শুরুতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

আলিফ-লাম-মীম। এটি একমাত্র কিতাব। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হেদায়েত সেসব ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে। যত্নের সঙ্গে সালাত আদায় করে। এবং তাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও। তারা আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরাই আপন রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর রয়েছে। আর তারাই সফলকাম। -সূরা বাকারা (২) : ১-৫

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের পাঁচটি গুণের কথা তুলে ধরেন।

১.যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।

২.যথাযথভাবে নামায আদায় করে।

৩.আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করে।

৪.আপনার উপর এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।

৫.আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে।

এই আয়াতে মুত্তাকীর মোট পাঁচটি গুণের কথা তুলে ধরেছেন। এই পাঁচটি গুণ যে অর্জন করতে পেরেছে তাকে আল্লাহ তাআলা সফল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আর যে তা অর্জন করেছে তার জন্য হেদায়েতের উপর থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

তাকওয়াবান বা মুত্তাকীদের কিছু গুনাবলী কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

- গায়েবের প্রতি ঈমান আনা
- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা
- ফিরিশতা, নবী রাসূলগণের, কুরআনের প্রতি ঈমান আনা
- সালাত আদায় করা
- আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে দান করা
- যাকাত আদায় করা
- সাওম পালন করা
- অন্তরে আল্লাহর ভয় করা
- সুন্নত মোতাবেক চলা
- গুনাহ থেকে তাওবা করা
- পরকালের প্রতি বিশ্বাস

তাক্বওয়া অর্জনের গুরুত্ব

■ তাক্বওয়াবানদের নিকট সত্য-মিথ্যার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় প্রবল, তাদের নিকট আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তথা জায়িয-নাজায়িয, হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়গুলোর অতি সুক্ষ সুক্ষ প্রার্থক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। দুনিয়াদাররা কিন্তু তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার প্রার্থক্য নির্ণয়কারী একটি মানদণ্ড দান করবেন।" -সূরা আনফালঃ ২৯

■ উত্তম ও অধমের মাপকাঠি হল তাক্বওয়া।

মানুষের কাছে মানুষের সম্মান ও সুখ্যাতি অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা, পদমর্যাদা ইত্যাদি দ্বারা ছড়িয়ে পরলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র মানদন্ড হল তাক্বওয়া বা খোদাভীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াবান।" -সূরা হুজুরাতঃ ১৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ যর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"তুমি সাদা বা কালো এর ভিত্তিতে উত্তম হতে পারবে না, যদি তাক্বওয়ার দিক থেকে তুমি এগিয়ে না থাক।" -আহমদ; মিশকাতঃ ৫১৯৮

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার জিজ্ঞেস করা হল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে যে বেশি পরহিযগার সে বেশি সম্মানিত।" – বুখারী; মুসলিম; মিশকাতঃ ৪৮৯৩

■ তাক্বওয়া উত্তম পাথেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর, আর উত্তম পাথেয় হল তাক্বওয়া। অতঃএব ওহে জ্ঞানী ব্যক্তিরা! তোমরা আমাকেই ভয় কর।" -সূরা বাকারাঃ ১৯৭

"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি সফরে যেতে ইচ্ছা করেছি। আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পাথেয় হিসেবে তাক্বওয়া বা পরহিযগারী দান করুন।" -তিরমিযী; মিশকাতঃ ২৪৩৭

তাকওয়া হচ্ছে ঈমানের একটি অন্যতম মূল বিষয় এবং তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের মজবুতি বৃদ্ধি পায় । তাকওয়া অর্জনের কিছু গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা-

- যারা তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ মুত্তাকীরা আল্লাহর পছন্দের বান্দা।
- তাকওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। তাকওয়া চরিত্রকে সুশোভিত করে ।
- দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো তাকওয়া।
- তাকওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মুমিন পরিশুদ্ধতা লাভ করে, ঈমান শুদ্ধতার আত্মিক সুখ শান্তি লাভ করে।
- তাকওয়ার মাধ্যমে জান্নাত লাভের পথ সহজ হয়।

তাক্বওয়ার উপকারিতা

পবিত্র কুরআনে তাকওয়ার দুই ধরণের উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ইহকালীন উপকারিতা এবং পরকালীন উপকারিতা।

তাক্বওয়ার ইহকালীন উপকারিতা -

১।তাক্বওয়ার ফলে মানুষের যাবতীয় জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়।

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (সূরা তালাকঃ ৪)

২। তাক্বওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। (সূরা আরাফঃ ২০১)

৩। আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। (সূরা আরাফঃ ৯৬)

৪। সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তৌফিক লাভ করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে ঈমানদারগণ তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান। (সূরা আনফালঃ ২৯)

৫। সংকট থেকে উদ্ধার করবেন।

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। (সূরা তালাকঃ ২)

৬। অপরিসীম রিযক দান করবেন।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। (সূরা তালাকঃ ৩)

৭। আল্লাহ তায়ালা সাহয্যকারী হয়ে যাবেন।

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা তালাকঃ ৩)

৮। আল্লাহর ওলী ও বন্ধু হওয়া যায়।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (সূরা আনফালঃ ৩৪)

৯। আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা যায়।

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ন করবে এং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরানঃ ৭৬)

১০। আল্লাহর সাহচার্য লাভ করা যায়।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারাঃ ১৯৪)

১১। মুত্তাকীর আমল কবুল হয়।

১২। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই।

১৩। গুনাহ মাফ ও বিশাল পুরস্কার দেয়া হবে।

১৪। ভয়-ভীতি মুক্ত জীবন লাভ।

১৫। মুত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত।

১৬। আল্লাহ মুমিন মুত্তাকীকে নাজাত দেন ও উদ্ধার করেন।

১৭। তাক্বওয়ার অনুসারীরা দুনিয়া ও আখিরাতে খোশ খবর লাভ করে। এর মধ্যে দুনিয়ায় স্বপ্ন কিংবা মানুষের ভালোবাসা ও প্রশংসা অন্যতম।

পরকালীন উপকারিতা-

তাক্বওয়ার মাধ্যমে পরকালে জান্নাত, মুক্তি, সম্মান, মর্যাদা ও বহু নি'য়ামত লাভের সৌভাগ্য হবে। যেমন

১। মুত্তাকীরা বেহেশতে থাকবে।

নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। (সূরা দোখানঃ ৫১)

২। তাক্বওয়ার ফল হবে জান্নাত লাভ।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)٣:١٣٣

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৩

৩। মুত্তাকীরা নহর প্রবাহিত জান্নাতে বাস করবে।

যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উম্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা যুমারঃ ৭৩)

৪। মুত্তাকীদেরকে দলে দলে বেহেশতে নেয়া হবে।

৫। মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে বাস করবে। সেখানে কোন বিপদ-আপদ নেই।

৬। মুত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা লাভ করবে।

৭। মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে কক্ষের উপর কক্ষ অর্থাৎ বহুতল ভবন দেয়া হবে।

৮। মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে সত্যের আসন।

৯। মুত্তাকীরাই হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী।

১০। জান্নাতকে মোত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে

১১। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

১২। মুত্তাকীদের বন্ধু ছাড়া কিয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। তাই মোত্তাকীরেকে দুনিয়াতে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করলে পরকালে তারা কাজে আসবে।

১৩। মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতে পরিষ্কারও সুপেয় পানি, অবিকৃত স্বাদের দুধ, স্বাদের শরাব এবং স্বচ্ছ মধু এ চার ধরনের নহর প্রবাহিত হবে।

তাক্বওয়ার অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলী

■ পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকা।

কবর, পুনরুত্থান, হাশর, পাপ-পূন্যের ওজন, আমলনামা হস্তান্তর, পুলসিরাত অতিক্রম ইত্যাদি মনযিলগুলোর ভয়াবহতা, সেখানে পাপীদের দুরাবস্থা, লাঞ্চনা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা তাক্বওয়া বা আল্লাহ-ভীতিরই শামিল।

"আবূ বকর (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমাকে সূরা হুদ, (সূরা ওয়াকিয়াহ), সূরা মুরসালাত, সূরা আম্মা-ইয়াতাছা-আলূন এবং ইযাস-সামছু কুভিয়্যরাত সূরাসমূহ বৃদ্ধ বানিয়েছে (এ সূরাগুলোতে আখিরাত, দোযখ, বেহেস্ত ইত্যাদি সম্পর্কে বেশি করে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো নিয়ে অধিক চিন্তার কারণেই তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন)।" -তিরমিযী; মিশকাতঃ ৫৩৫৪

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমাকে সূরা হুদ ও তার বোনেরা বৃদ্ধ বানিয়েছে।" -তিরমিযী; মিশকাতঃ ৫৩৫৩

■ জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ক্রন্দন করা।

হাদীস শরীফে রয়েছে, "আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা বেশি করে কাঁদতে এবং কম করে হাসতে।" -বুখারী; মুসলিম; আহমদ; তিরমিযী; ইবন মাজাহ; মিশকাতঃ ১৪৮৩, ৫৩৪৭

"আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা জাহান্নামকে স্মরণ করে কাঁদছিলেন, নবীজী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: কী কারণে তুমি কাঁদছ? তিনি জবাব দিলেন: আমি জাহান্নামকে স্মরণ করে কাঁদছি।" -আবূ দাঊদ; মিশকাতঃ ৫৫৬০

■ আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়।

দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তির পর একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পরের্ক আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করাও তাক্বওয়া বা আলাহভীতির শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর যারা আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজের নফছকে কু-প্রবৃত্তির আনুগত্য থেকে ফিরে রাখে, জান্নাতই হল তাদের একমাত্র ঠিকানা।" -সূরা নাযিয়াতঃ ৪০-৪১

এছাড়াও ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ, সুন্নতের অনুসরণ, পরকালীন জীবনের জন্য আমল, গীবত পরিহার, প্রতিশ্র"তি পালন, মন্দ কর্ম পরিহার, সুদ-ঘুষ ভক্ষণ না করে, সর্বদা হালাল ভক্ষণ করাও তাক্বওয়ার অন্তর্ভূক্ত।

তাক্বওয়া বিরোধী কর্মকান্ড

তাকওয়ার যেমন গুরুত্ব এবং উপকারিতা রয়েছে। কিছু কাজ রয়েছে যা তাকওয়া বিরোধী। যে সকল কাজ করার মাধ্যমে তাকওয়ার পথ পরিহার করা হয়।
তাকওয়া বিরোধী কিছু কাজ -

১.আল্লাহ্ এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা

২.ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা

৩.হালাল হারামের ব্যাপারে উদাসীনতা

৪.আল্লাহর এবং মানুষের হক আদায় না করা

৫.আমানতদারিতার অভাব

৬.হিংসা

৭.অহংকার

৮.শিরক ও কুফরে লিপ্ত থাকা

৯.বিদআতে লিপ্ত থাকা

১০.সুন্নাত ত্যাগ করা

তাক্বওয়ার বাস্তব চিত্র

তাক্বওয়া শুধু হাতে তাসবীহ,মাথায় টুপি-পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব-পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করার নাম নয় বরং এগুলো সুন্নাত ও মোস্তাহাব ছাড়া বেশী কিছু নয়। মোত্তাকী হতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতিসহ শিক্ষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানতে হবে। যেমন পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে সচেতন থাকা।

তাক্বওয়ার পরিমাপক

তাকওয়া হলো অন্তরের বিষয়। তাকওয়ার স্থান হল হৃদয়। আমরা আমাদের বাহিরের রূপ পরিবর্তন করতে কত প্রসাধনী ব্যবহার করি,টাকা ব্যয় করি। কিন্তু আমাদের ভেতরের পরিবর্তন নিয়ে চিন্তিত হই না। আমাদের ভেতরের রূপ বদলানো যায় একমাত্র তাকওয়া দ্বারা।
যেমন একটা আম ভিতর থেকে পাকলে বাহিরে দৃশ্যমান হয় তেমনি কেউ অন্তরে তাকওয়া অবলম্বন করলে বাহিরেও দৃশ্যমান হবে।

তাকওয়া শুধু পোশাকের নাম নয়, এটি আল্লাহর আদেশ অনুসরণের বিষয়ে সচেতন থাকা।কিন্তু অনেক সময় আমরা বাহ্যিকতা দেখে তাকওয়া বিচার করি। যখন কোন দাঁড়ি, টুপি পাঞ্জাবি,পরিহিত হাতে তসবিহ আছে অথবা কোন পর্দানশীন কাউকে দেখি তখন ধরে নেই উনি অনেক তাকওয়াবান।
মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বিচার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাকওয়াই মানুষকে শালীন-ভদ্র করে গড়ে তোলে।
আমাদের বাহিরের রুপে যতই ইসলামিক লেবাসের সৌন্দর্য ফুটে উঠুক না কেন যদি না আমরা আমাদের কলবকে বা অন্তরকে পরিবর্তন করতে পারি তবে আমরা তাকওয়াবান হতে পারিনি।মূলত তাকওয়া মানে চরিত্র পরিবর্তন লেবাস পরিবর্তন না।
অনেকে দ্বীনি লেবাস পরেও তাকওয়া বিরোধী বা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে জড়িত আছে। আবার অনেকেই হয়তো দ্বীনি লেবাস অতো কঠোরভাবে পালন করে না কিন্তু তার তাকওয়ার লেভেল অনেক উঁচু।
যেমন উদাহরণস্বরূপ একজন হয়তো সুন্নতি লেবাস পরিধান করেন কিন্তু হালাল হারাম উপার্জনের দিকে ততটা খেয়াল করে না। তিনি তার সন্তানের চাহিদা পূরণ করতে ব্যস্ত কিভাবে সন্তানের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবেন।

আবার অপরদিকে আরেকজন হালাল আয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তিনি এই চিন্তা করেন যে আমি হালাল আয় করলে আমার পরিবারের জন্য সেই হালাল আয় থেকে খাবার কিনে নিয়ে যাব এবং সেই হালাল খাবার আমার সন্তানেরা খাবে এবং তারাও বড় হয়ে হালাল কাজ করবে। তার অন্তরের তাকওয়ার লেভেল অত্যন্ত উঁচু।
উভয়েই তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল কিন্তু একজনের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি বেশী অন্যজনের তাকওয়া ওত বেশি না।

আমরা যখন অন্তরে তাকওয়া লালন করব তখন আমাদের বাহির তাকওয়ার আলোয় আলোকিত হবে। আমাদের মধ্যে তাকওয়া এসেছে কিনা আমরা যেভাবে বুঝব-

- যেকোনো কাজ করার আগে প্রথমে কি আমার এই চিন্তা আসে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন!
- যেকোনো কিছু করার আগে এই ভাবনা আমার মাথায় আসে কি যে এটা করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে নাকি অসন্তুষ্ট হবে!
- মানুষের সাথে ভালো আচরণ করছি কি?
- আল্লাহর এবং মানুষের হক আদায় করছি কি?
- আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে এমন কোন কথা বলছি না তো!

রমাদান ও তাক্বওয়া

রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। রমজান মাসের রোজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতিও; যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

তাকওয়া ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন প্রকৃত মুমিন তাকওয়া দ্বারাই পরিচালিত হন। তাকওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে। কোরআন করিমে বলা হয়েছে: 'তোমরা যারা ইমান এনেছ, তারা তাকওয়া অর্জন করো।' (সুরা-৩৩ আহজাব, আয়াত: ৭০)।

রমাদান হলো তাকওয়া পরিচর্যার সবচেয়ে উত্তম সুযোগ। রমাদান এ আমরা খাবার এবং জৈবিক চাহিদা থেকে নিজেদের বিরত রাখি। যতই ক্ষুধা লাগুক লোকচক্ষুর আড়ালেও আমরা কোন খাবার গ্রহণ করি না।পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেলেও পানি পান করি না। সবসময় এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে আমার রব আমাকে দেখছেন।

রমাদান বিভিন্ন খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার উত্তম সময়।

রমাদানে লোকচক্ষুর আড়ালে খাবার বা পানাহার থেকে যে অনুভূতি আমাদের বিরত রাখে সেই অনুভূতি প্রতিটি কাজ করার সময় আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে।

রমাদানে যে অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে সেই অনুভূতি যদি প্রতিটা কাজ করার আগে আমাকে সতর্ক করে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতি আমাদের অন্তরকে তাকওয়ার সর্বোর্চ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

হিদায়াত ও তাক্বওয়া

হিদায়াত রবের পক্ষ থেকে অনেক অমূল্য এক উপহার। হিদায়াত এর সাথে তাকওয়ার ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। হিদায়াত যত স্থায়ী হয় তাকওয়া তত বৃদ্ধি পায় আবার তাকওয়ার পথ পরিহার করলে হিদায়াত হারিয়ে যায় বা কমে যায়।
কেউ যখন নতুন দ্বীনের বুঝ পায় তখন তার অন্তর নরম এবং কোমল থাকে। আল্লাহর ভয় থাকে। সবসময় এই চিন্তা থাকে যে আমাকে আল্লাহ্ পর্যবেক্ষণ করছেন।

হিদায়াত প্রাপ্তির শুরুতে অন্তরের অবস্থা-

- হারাম কাজগুলো ত্যাগ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে (যেমন হারাম সিনেমা,নাটক দেখা, হারাম মিউজিক,হারাম সম্পর্ক,হারাম আয়)
- সালাতের ব্যাপারে সচেতন হয়(আউয়াল ওয়াক্তে,খুশু খুযুর সাথে সালাত পড়া)
- দ্বীনি ইলম অর্জন এর প্রতি আগ্রহী হয়
- দ্বীনি সোহবত,দ্বীনি লেকচার শোনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা করে
- যিকির করার প্রতি যত্নশীল হয়(সকাল সন্ধ্যার যিকির, সালাতের পরের যিকির,সুন্নত যিকির)
- নফল আমলের প্রতি যত্নশীল হয়
- গীবত, কুদৃষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারে সচেতন থাকে
- অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করে না
- আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

কিন্তু হেদায়েত পাওয়ার কিছু সময় বা কিছু বছর পর দেখি আমরা আগের মতো ইবাদতের প্রতি যত্নশীল না কারণ আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় কমে যায়,এই অনুভূতি কমে যায় যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং সব শুনছেন।

তাকওয়ার পথ পরিহার করার পরিণতি-

- হারাম ত্যাগ এর ক্ষেত্রে সচেতন না হওয়া
- সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল না থাকা
- দ্বীনি ইলম অর্জন শিখে থাকলেও তা পালন না করা
- দ্বীনি সোহবত থেকে দূরে সরে যাওয়া,দ্বীনি লেকচার বা মজলিসে অংশগ্রহণ না করা
- যিকিরের ব্যাপারে উদাসীনতা
- নফল আমলের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া
- আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া
- সুন্নাহের পরিত্যাগ করা
- অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করা
- শুকরিয়া আদায় না করা
- অহংকার করা নিজের অবস্থান নিয়ে
- অন্যকে ছোট মনে করা
- মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে চিন্তা না করা

হেদায়েত পাওয়ার শুরুতে আমাদের অন্তরে যে তাকওয়ার লেভেল থাকে,তা ধরে না রাখার চেষ্টা করার জন্য তাকওয়ার লেভেল কমতে থাকে এবং তা বাহিরেও দৃশ্যমান হয় ইবাদতে,আমলে, চরিত্রে।

তাক্বওয়া শূণ্য হৃদয়

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। মুত্তাকীগণ সৎ ও সুন্দর গুনাবলী অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন। যে মনে তাকওয়া থাকে, যে অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে তাকেই ভাল মন ও ভাল অন্তর বলা যায়।

কিন্তু অপরদিকে যার অন্তরে তাকওয়া নেই, আল্লাহ্ যে সবকিছু দেখেন ,শোনেন এবং জানেন এই অনুভূতি তার অন্তরে জাগ্রত থাকে না।

তাকওয়া শূণ্য হৃদয়ের অবস্থা:

- ❖ আল্লাহর সন্তুষ্টির থেকে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়
- ❖ আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে না
- ❖ নানা অন্যায় অত্যাচারে জড়িত থাকে
- ❖ নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না
- ❖ সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটায়
- ❖ হালাল হারামের তোয়াক্কা করে না

মানবজীবনে তাক্বওয়ার প্রভাব

মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া হলো সকল সৎ গুণের মূল। তাকওয়া হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জনের শিক্ষা দেয়।যে ব্যক্তি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে তিনি তার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্র সকল ক্ষেত্রেই তাকওয়া অনুসরণ করে। মুত্তাকী ব্যক্তি

- সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করে
- আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন,শোনেন এবং জানেন এ বিশ্বাস পোষণ করে
- গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে
- পরিবারের হক আদায় করতে সচেতন থাকে
- প্রতিবেশী ও সমাজের হক আদায় করতে চেষ্টা করে
- কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা, সচ্চরিত্র,সত্যবাদিতা,ন্যায়পরায়নতার পথ অবলম্বন করে
- অনৈতিকতা এবং অশ্লীলতা পরিহার করে

তাক্বওয়া অর্জনের উপায়

■ **ওহী-ভিত্তিক জ্ঞান:**

এ জ্ঞানে আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণ পরিচয় যেমন তার ক্ষমতা, তার সম্মান, মর্যাদা, কুদরত, তার দয়া-অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, উদারতা, কঠোরতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর তখনই অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়।

■ **আল্লাহ ভীরুদের সাহচর্য:**

মানুষ তার সঙ্গীর আদর্শে প্রভাবিত হয়। কাজেই পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী, পড়ার সাথী, চাকুরী জীবনের সাথী, শিক্ষক-গুরুজন ইত্যাদি যদি সৎ ও আল্লাহভীরু হয় তাহলে তার মধ্যে অলক্ষ্যে তাক্বওয়ার গুণ সৃষ্টি হবে।

■ **আল্লাহভীরু পিতামাতা:**

পিতা মাতা আল্লাহভীরু হলে সন্তানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু হতে বাধ্য। আল্লাহকে কর্মবিধায়ক মনে করা

■ **আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা (ইবাদত করা):**

তাক্বওয়া প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হয় নয়তো তাকওয়া ধীরে ধীরে কমে যায়। কারণ আমাদের অন্তর পরিবর্তনশীল। শয়তানের ধোঁকায়, নফসের ধোঁকায় পড়ে গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গুনাহ হয়ে গেলে তখন হতাশ না হয়ে তাকওয়া অর্জনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তাকওয়া অর্জনের কিছু উপায় -

১.অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করা:

নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত এবং অর্থ পড়া। তাকওয়া বৃদ্ধি করে।

২.সীরাহ এবং হাদিস পড়া:

নিয়মিত অল্প সময় হলেও ৫/১০ মিনিট নবীজীর সিরাহ পড়া। হাদিস পড়ে তা জীবনে প্রয়োগ করা।

৩.সাহাবীদের জীবনী পড়া:

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত তাকওয়া অবলম্বন করার পদ্ধতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

৪.আলেমদের সোহবত:

তাকওয়া বৃদ্ধি করতে আলেমদের সোহবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.বেশি বেশি জিকির ও দরুদ পড়া:

বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ অন্তরে তাকওয়ার অনুভূতি জাগ্রত করে।

৬.মৃত্যু চিন্তা:

মৃত্যু চিন্তা আমাদের মৃত্যুর পর আল্লাহকে কি জবাব দিব এই উপলব্ধি থেকে তাকওয়া অর্জনে সাহায্য করে।

৭. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা:

গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করা এবং বেশি বেশি নেক আমল করা।

৮. প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে সচেতনতা:

আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন এবং আমাকে কিয়ামতের দিন এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত করা হবে।

তাক্বওয়া অর্জনের দুয়া

তাকওয়া অর্জনে দুয়ার বড় ভূমিকা রয়েছে। আসলে আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং চাইতেই থাকা মুত্তাকিদের বিশেষ গুণ। জীবনের সকল কাজে আল্লাহর সহায়তা কামনা করার মধ্যে লুকিয়ে আছে আল্লাহভীতির প্রমাণ। তাই প্রত্যেক বিষয়ে দুয়ার অভ্যাস করতে হবে।
যেমন ঘুম থেকে উঠে দুয়া পড়া, টয়লেটে যেতে ও বের হতে দুয়া পড়া, ফজরের সময় মসজিদে যেতে দুয়া পড়া, ঘরে ঢুকতে ও বের হতে দুয়া পড়া, খাবারের শুরুতে ও শেষে দুয়া পড়া। মোটকথা, জীবনের প্রতিটি কাজে প্রিয়নবী (স.) যে দুয়া শিখিয়েছেন তা পাঠ করা। অনেকে দুয়াকে সামান্য আমল মনে করেন। বাস্তবঅর্থে দুয়া হলো অসামান্য আমল।
হাদিসে তাক্বওয়া অর্জনের কিছু দুয়া রয়েছে।দুয়াগুলো -

اِنِّی أَسْأَلُكَ الْهُدَی وَالتُّقَی وَالْعَفَافَ وَالْغِنَی

'হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।
[সুনানে আত-তিরমিজি:৩৪৮৯]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ- اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের 'আযাব থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার মনে তাকওয়ার অনুভূতি দাও, আমার মনকে পবিত্র কর, তুমি-ই তো আত্মার পবিত্রতা দানকারী। তুমিই তো হৃদয়ের মালিক, অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন 'ইল্ম থেকে যে 'ইল্ম কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যে হৃদয় বিনম্র হয় না, এমন আত্মা থেকে যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে দোয়া কবুল হয় না।
[মুসলিম ২৭২২]

তাকওয়া অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দুয়া।দুয়া দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তাকওয়া কমে গেলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুয়া করে সাহায্য চাইতে হবে।
পরিশেষে আমাদের তাকওয়া সম্পর্কে জেনে তাকওয়া অন্তরে ধারণ করতে হবে। তাকওয়ার মানদন্ডে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে হবে। তাকওয়ার পোশাক থাকে অন্তরে। অন্তর কঠোর হয়ে গেলে অন্তরে তাকওয়ার পরিমাণ কমে যায়।
তাকওয়ার পোশাক এমন উন্নত পোশাক যা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। আমাদের পারিবারিক,সামাজিক,কর্মক্ষেত্র সকল ক্ষেত্রেই তাকওয়া অনুসরণ করে চলতে হবে। যেখানে যে পরিস্থিতিতে থাকি অন্তরে এই অনুভূতি রাখা আমাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সবসময়।

শেষ কথা

সব যুগের নবি-রাসুলগণ তাদের যুগে যুগে নিজ নিজ উম্মতদেরকে তাক্বওয়ার অসিয়ত করেছেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তার কাছে কেউ অসিয়তের অনুরোধ জানালে তিনি প্রথমেই তাক্বওয়ার অসিয়ত করতেন। তাছাড়াও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনিই কোথাও কোনো সেনাদল পাঠাতেন; তাদের সবাকে তাকওয়ার অসিয়ত করতেন।’ (মুসলিম, আবু দাউদ)

সমগ্র সৃষ্টিজগতই আল্লাহকে ভয় করে। তাই তাক্বওয়া শুধু উপদেশই নয় বরং এটি ছিল আগের পরের সব নবি-রাসুলের উম্মতের জন্য পালনীয় আবশ্যক কাজ। তাকওয়ার নির্দেশ এখনো উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য আবশ্যক পালনীয় কর্তব্য।

আবার এটি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত এবং আমলও বটে। যা মানুষকে সব পাপাচার থেকে মুক্ত রাখবে। কারণ, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে; তার দ্বারা কখনো কোনো অন্যায় সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এ তাকওয়াই মূলত প্রত্যেককে খাঁটি মুসলমানে পরিণত করার অন্যতম উপায়।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তার ভয় কামনা করা। যার মাধ্যমে নিজেদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জেগে ওঠেবে।

"আর স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা; যখন তোমরা বলেছিলে, ‘শুনলাম এবং মেনে নিলাম’। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।" (সূরা মায়িদা:৭)

বর্তমানে চারদিকে হারামের ছড়াছড়ি। কিন্তু হালালের পথ অবলম্বন করা অসম্ভব নয় হয়তো কিছুটা কষ্টসাধ্য। তাকওয়া হলো মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম তাকওয়ার পথ অবলম্বন ও খুব বেশি কঠিন কিছু না। কোন ব্যক্তি খুব বেশি নফল আমল করতে পারে না কিন্তু আল্লাহর দেওয়া ফরজ ওয়াজিব মেনে চলে এবং নিষেধ বা হারাম বর্জন করে সেই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়াবান।

তাক্বওয়ার সংজ্ঞা এতটুকুই যে হারাম বর্জন করবে এবং ফরজ বিধান পালন করতে পারবে সেই হবে আল্লাহর চোখে তাকওয়াবান। মোটকথা, সুস্পষ্ট হারাম যেগুলো সেগুলো চিহ্নিত করে ত্যাগ করে আল্লাহকে ভয় করে চলাই তাকওয়া।

তাকওয়ার পথ অত্যন্ত সহজ। তাকওয়ার পথে চললে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

শুধু জান্নাতের সুসংবাদ নয় দুনিয়া এবং আখিরাতের অগণিত পুরস্কার রয়েছে।

তাই আমাদের সকলের উচিত তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করে তাকওয়াবান হতে চেষ্টা করা। আল্লাহ তা’আলা মুসলিম উম্মাহর সবাইকে তাক্বওয়া অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করার মাধ্যমে খাঁটি মুসলমান হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকে তাক্বওয়া-আলা জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন- আমীন।

রেফারেন্স/তথ্যসূত্র:

- মাসিক আল কাউসার
- মাসিক আত-তাহরীক
- বই: তাকওয়া মুমিনের সম্বল(আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম)
- বই: তাকওয়ার মহত্ত্ব(শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ)
- বই: তাকওয়া(ডঃ মুহাম্মাদ কাবিরুল ইসলাম)